একক ৬ ❐ বিবরণাত্মক ক্যাটালগ

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ পদ্ধতি

৬.৩.১ টীকা

৬.৩.২ বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য

৬.৩.৩ বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতি

৬.৪ অনুশীলনী

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ প্রস্তাবনা

বর্তমানে অনেক নূতন বিষয়, বিষয়ের শাখাপ্রশাখা, বিষয়গুলির আন্তরসম্পর্ক, বহুমুখী বিষয়ের জটিলতা প্রভৃতি কারণে গ্রন্থের জটিল চরিত্র সাধারণ ক্যাটালগ এন্ট্রি তথ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। সাহিত্যমূলক সৃষ্টিশীল রচনা বাদ দিলে ক্যাটালগ এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্য দিয়ে অধিকাংশ গ্রন্থের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্যের পরিপূরক হিসাবে কিছু নূতন তথ্য দিতে হয় অথবা ব্যাখ্যা করতে হয়। মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্যের বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ দিতে হয় একটি গ্রন্থের সম্যক এবং পরিপূর্ণ পরিচয় দানের জন্য। ক্যাটালগ এন্ট্রিতে এইভাবে বিবরণমূলক তথ্য যুক্ত করলে তাকে বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতি (descriptive cataloguing) বলা হয়।

একটি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয় দান, গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর রচিত গ্রন্থের যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়, একটি গ্রন্থের সংস্করণের সঙ্গে অন্যান্য সংস্করণের সম্পর্ক স্থাপন, একটি গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থের সম্পর্ক স্থাপন, গ্রন্থের গুণমান ও অন্তর্নিহিত মূল নির্ধারণ, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি কাজের জন্য বিবরণাত্মক তথ্য মুখ্য এন্ট্রিতে পরিবেশন করা একান্ত কর্তব্য। সামগ্রিকভাবে এই কাজটি বিবরণাত্মক ক্যাটালগ প্রস্তুত করার কাজ।

৬.২ উদ্দেশ্য

বিবরণাত্মক ক্যাটালগের উদ্দেশ্য দুইটি,

১. গ্রন্থটির যথার্থ সম্পূর্ণ পরিচয় দান, যার ফলে ক্যাটালগের এন্ট্রি থেকেই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

২. গ্রন্থটি সমধর্মী অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অথবা একই বিষয়ে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং সমধর্মী গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটির বিশেষত্বগুলি প্রকাশ করা যায়।

সাধারণত আখাপত্র থেকে মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কেবল কোলেসানের জন্য গ্রন্থের

অন্যান্য অংশের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক থেকে শুরু করে কোলেসান পর্যন্ত মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্য বলে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী যে তথ্য মুখ্য এন্ট্রিতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তা হচ্ছে বিবরণমূলক তথ্য। এই তথ্য মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারে, প্রাথমিক তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারে, মূল গ্রন্থের পর্যালোচনামূলক তথ্য হতে পারে এবং যে-কোনো উৎস থেকে সংগৃহীত অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে পরিবেশিত হতে পারে।

মুখ্য এন্ট্রিতে বিবরণমূলক তথ্য দিতে হলে ক্যাটালগ-কার প্রধানত দুইটি প্রশ্নের সম্মুখীন হন।

১. বিবরণমূলক তথ্য হিসাবে কোন্ কোন্ তথ্য মুখ্য এন্ট্রিতে দেওয়া উচিত।

২. বিবরণূলক তথ্য পরিবেশনের বিন্যাস পদ্ধতি কী হবে ?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর নির্ভর করবে বিশেষ গ্রন্থটির বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য, আলোচিত বিষয়ের পরিমিতি ও পর্যালোচনার পদ্ধতি এবং গ্রন্থের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের উপর। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে গ্রন্থাগার সাধারণ রীতি এবং ক্যাটালগ কোডের নির্দেশ অনুযায়ী বিন্যাস পদ্ধতি স্থিরীকৃত হবে। তবে সব ক্ষেত্রেই বিবরণাত্মক ক্যাটালগের সাফল্য নির্ভর করে ক্যাটালগ-কারের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, গ্রন্থের বিষয় ও তার পর্যালোচনা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের উপর। এ বিষয়ে ক্যাটালগ-কার সক্রিয় এবং সচেতন হবেন।

৬.৩ পদ্ধতি

বিরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতি (descriptive cataloguing) একটি ব্যাপক বিষয়। মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক অর্থাৎ গ্রন্থকার নাম থেকে শুরু করে মুখ্য এন্ট্রির শেষ তথ্য পর্যন্ত যাবতীয় বিবরণমূলক তথ্য এবং বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সব বিষয়ের সবগুলি গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিবরণমূলক তথ্য প্রয়োজন হয় না এবং বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য আবশ্যিক নয়। প্রতিটি গ্রন্থের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বাহ্যিক অংশ গ্রন্থকার নাম, গ্রন্থকার সংস্করণ ইত্যাদি বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুখ্য এন্ট্রিতে বিবরণমূলক অথবা বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন আছে কি না।

গ্রন্থের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটি স্তরে বিবরণাত্মক তথ্য অথবা বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য মুখ্য এন্ট্রিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। সবগুলি গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই ধরনের অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত তিন শ্রেণির মধ্যে যে-কোনো এক শ্রেণির অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশিত হয়। অতিরিক্ত তথ্যের এই তিনটি স্তর বা শ্রেণি হচ্ছে নিম্নোক্ত রূপ।

১. টীকা (Notes)

২. বিশ্লেষণাত্মক ক্যাটালগ (annotation)

৩. বিবরণাত্মক ক্যাটালগ (descriptive cataloguing) পদ্ধতি

এই তিন শ্রেণির অতিরিক্ত তথ্য গ্রন্থের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, উভয় ধরনের তথ্য অবলম্বন করে লিপিবদ্ধ হয়। এই তিন শ্রেণির তথ্যের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। এক শ্রেণির তথ্য অন্য কোনো শ্রেণির তথ্যের কোনো কোনো অংশের অনুরূপ হতে পারে। কিন্তু তথ্যসমষ্টির উদ্দেশ্য, বিবরণমূলক বা বিশ্লেষণামূলক তথ্যের

পরিমিতি, বিন্যাসপদ্ধতি, তথ্যের উৎস চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে বিবরণমূলক তথ্যকে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

৬.৩.১ টীকা (Notes)

মুখ্য এন্ট্রিতে প্রাথমিক তথ্যের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যকে টীকা বলা হয়। টীকার মধ্যে গ্রন্থকার সম্পর্কে, গ্রন্থনাম সম্পর্কে, ইম্প্রিন্ট প্রসঙ্গো এবং কোলেসান বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয়। সাধারণত টীকায় প্রদত্ত তথ্য গ্রন্থের বহিরঙ্গা বিষয়ক তথ্য। গ্রন্থের শরীরী গঠনের বিচ্যুতি, অতিরিক্ত পত্র বহিরঙ্গা অংশ বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থের মূল অঙ্গোর অতিরিক্ত বিশেষ কোনো অংশ, বাঁধাইয়ের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি টীকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

টীকার রূপ নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকারের হতে পারে।

১. যে গ্রন্থের মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করা হচ্ছে সেই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি।

২. অন্য কোনো গ্রন্থ বা উৎস থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি।

৩. গ্রন্থের কোনো অংশ থেকে বা অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি।

৪. গ্রন্থ সম্পর্কে বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত তথ্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিন্যাস পদ্ধতিতে বিন্যস্ত অতিরিক্ত তথ্য।

৫. সুনির্বাচিত শব্দসমষ্টির দ্বারা রচিত ক্যাটালগারের নিজস্ব অতিরিক্ত তথ্য।

মুখ্য এন্ট্রিতে টীকা লিপিবদ্ধ করার স্থানটি সুনির্দিষ্ট। মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক তথ্যসমষ্টি লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেলে অর্থাৎ কোলেসানের (Collation) পরে নূতন প্যারাগ্রাফ দিয়ে টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়। টীকার জন্য মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। টীকা প্রয়োজনবোধে সংযোজিত পৃথক তথ্যসমষ্টি। মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্যের গ্রন্থপরিচয় অসম্পূর্ণ থাকলে, পাঠক বা ব্যবহারকারীর কোনো সংশয়বোধের সম্ভাবনা থাকলে, প্রাথমিক তথ্যের কোনো অংশ বিভ্রান্তিকর মনে হলে টীকার তথ্যসমষ্টিতে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থের জন্য টীকা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্যতামূলক।

কোনো্ গ্রন্থের জন্য টীকা দেওয়া হবে, যদি হয় তবে সেই টীকার পরিসীমা কী হবে, এইসব বিবেচনা করা হয় কতকগুলি অবস্থার উপর। গ্রন্থাগারের শ্রেণী, গ্রন্থের বহিরঙ্গা বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচয় দানের অস্পষ্টতা ও সংশয়ের পরিমাণ, সেই গ্রন্থ সম্পর্কে পাঠক বা ব্যবহারকারীর বিশেষ প্রয়োজন এবং টীকার অন্যান্য উদ্দেশ্য বিবেচনা করে টীকার পরিসীমা স্থির করা হয়। গ্রন্থাগারভেদে, গ্রন্থভেদে, পাঠকের প্রয়োজনে টীকার অন্তর্ভুক্ত তথ্য সব ক্ষেত্রে একই রকমের না হতেও পারে।

টীকায় প্রদত্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত অথবা বিশদ হতে পারে প্রয়োজন অনুসারে কিন্তু টীকায় লিপিবদ্ধ তথ্য নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হবে।

১. গ্রন্থনাম সম্পর্কে টীকা

গ্রন্থনাম গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একেবারে অনুরূপ না-ও হতে পারে। প্রচ্ছদপটের গ্রন্থনাম, আখ্যাপটের গ্রন্থনাম, পুটের (spine) গ্রন্থনাম, গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ধারাবাহিক গ্রন্থনাম, অতিরিক্ত ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থনাম প্রভৃতির মধ্যে শব্দগত ও আকারগত পার্থক্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে মুখ্য এন্ট্রিতে প্রদত্ত গ্রন্থনামের সঙ্গো অন্যান্য গ্রন্থনামের পার্থক্য টীকায় লিপিবদ্ধ করা উচিত। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থনাম পরিবর্তিত হলে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থনাম যদি আলঙ্কারিক হয় এবং গ্রন্থনামের দ্বারা বিষয় নির্দেশিত না হয়, টীকা আবশ্যক। যেমন এশিয়ান ড্রামা গ্রন্থটি নাটক নয়, অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ।

২. গ্রন্থকার সম্পর্কে টীকা

মুখ্য এন্ট্রি ছদ্মনামে প্রস্তুত করা হলে গ্রন্থকারের নিজস্ব ব্যক্তিনাম অথবা বিপরীত তথ্য উল্লেখ করা উচিত। বিবাহিতা মহিলা গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে কুমারী নাম বা বিবাহ-পরবর্তী নাম, যেক্ষেত্রে যেরূপ উল্লেখ করা উচিত। একই নামের একাধিক গ্রন্থকার হলে গ্রন্থকার পরিচিতি দেওয়া প্রয়োজনীয়।

৩. সংস্করণ সম্পর্কিত টীকা

নূতন সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়, অথবা বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ সংস্করণের অর্থ মূল্যবান বাঁধাইযুক্ত সংস্করণ, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংস্করণ, পরিবর্তিত বাহ্যিক আকারের সংস্করণ, ক্ষুদ্র পকেট সংস্করণ, সীমিত সংখ্যক প্রকাশন, মূল্যের উল্লেখবিহীন সংস্করণ, বিশেষ সচিত্র সংস্করণ, গ্রন্থকারের স্বাক্ষরযুক্ত সংস্করণ প্রভৃতি।

৪. ইম্প্রিন্ট সম্পর্কিত টীকা

গ্রন্থটি যদি একই সঙ্গে একাধিক স্থানে, একাধিক দেশে, একাধিক প্রকাশক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই তথ্য টীকায় দেওয়া হয়। একই বৎসরে একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হলে যে মাসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৫. কোলেসান বিষয়ক টীকা

মুখ্য এন্ট্রির কোলেসান প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য এই টীকায় দেওয়া হয়। সাধারণত গ্রন্থের বাহ্যিক তথ্য এর অন্তর্ভুক্ত হয়। পত্রাঙ্কবিহীন পত্র, একাধিক অন্ত্যপত্র, সম্মুখচিত্রের বিবরণ, সাদা-কালো বা রঙীন চিত্রের বর্ণনা, টেবল, ডায়াগ্রাম স্কেচ, মানচিত্র, ভ্রমণের স্থান উল্লেখে পথবিবরণীর উল্লেখ ও স্কেচ, প্র-তাত্ত্বিক খননের স্কেচ বা ফোটোগ্রাফ, বিশেষ এনগ্রেভিং প্রভৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি টাইপের দ্বারা মুদ্রিত না হয়ে ব্লক, অফসেট বা অন্য পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয় সেই তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সময় পূর্ববর্তী সংস্করণকে অবিকৃত অবস্থায় রাখার জন্য এই ধরনের মুদ্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

৬. সিরিজ সম্পর্কিত টীকা

সিরিজের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ যদি সিরিজ-বহির্ভূত সংস্করণে প্রকাশিত হয়, সেই তথ্যের উল্লেখ টীকায় থাকা প্রয়োজন। সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হলে সিরিজের নাম, উদ্দেশ্য, সিরিজে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা উচিত।

৭. সমধর্মী অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়

অনেক সময় একটি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে সেই গ্রন্থনামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গবেষণা গ্রন্থ এক আকারে ডিগ্রীর জন্য দেওয়া হয় কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের সময় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। এইসব তথ্য টীকায় উল্লেখ করা উচিত।

একটি সংস্করণে জেসম ডাফ ব্রাউন রচিত ম্যানুয়েল অব্ লাইব্রেরি ইকনমি এবং পরবর্তী সংস্করণে আর এন লক রচিত 'জেমস ডাফ ব্রাউন্স্ ম্যানুয়েল অব্ লাইব্রেরি ইকনমি' প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থকার দুইটি সংস্করণের জন্য দুই জন কিন্তু শেষোক্ত সংস্করণ প্রথমোক্ত সংস্করণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। গ্রন্থের অন্তরঙ্গ রূপের এই পরিবর্তন টীকায় উল্লেখ করা আবশ্যিক।

৮. গ্রন্থের প্রকৃতি বিষয়ের পরিসীমা, ভাষা ও সাহিত্যিক রূপ

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর যে-কোনো তথ্য টীকায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাঠক বা ব্যবহারকারীর সেই গ্রন্থটি উদ্দেশ্যসাধক হবে কি না, গ্রন্থটি পাঠকের যথার্থভাবে প্রয়োজনীয় কি না, এইসব তথ্য এই টীকার মধ্যে পাঠক পেয়ে যাবেন। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল,

গ্রন্থটি একটি শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধের সঙ্কলন।

গ্রন্থটিতে কেবল রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা আছে।

মেঘদূতের মূল্য কাব্যটির দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত।

গ্রন্থটি সাঙ্কেতিক নাটক।

৯. সূচীপত্র বিষয়ক টীকা

গ্রন্থনামের দ্বারা যদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে প্রকাশিত না হয় অথবা গ্রন্থনামে বিষয়ের যে পরিধি আছে, গ্রন্থে যদি বিষয়ের পরিধি কম বা বেশি হয়, সেক্ষেত্রে সূচীপত্রের আংশিক উল্লেখ অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রন্থের কোনো অংশ যেমন ভূমিকা পরিশিষ্ট ইত্যাদি যদি গ্রন্থকার ব্যতীত অন্য ব্যক্তি রচনা করেন, তারও উল্লেখ টীকায় থাকা প্রয়োজন। সূচী সম্পর্কিত টীকা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

১০. গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থের কপি সম্পর্কিত টীকা

গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থের বিশেষ কপি যদি কোনো কারণে অসম্পূর্ণ থাকে। সেই তথ্য টীকায় থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপিটির যদি কোনো বিশেষত্ব থাকে তা টীকায় উল্লেখ করা আবশ্যক।

৬.৩.২ বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য (Annotation)

বিশ্লেষণাত্মক টীকার তথ্য ভিত্তি করে গ্রন্থের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ এই দুই রূপকে। যে গ্রন্থের ক্ষেত্রে কেবল বহিরঙ্গ তথ্য দিয়ে সম্পূর্ণ এবং যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক টীকা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ এর মধ্যে অন্তরঙ্গ তথ্যও থাকে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে টীকার তথ্য এবং বিশ্লেষণাত্মক টীকার অন্তর্গত বহিরঙ্গ তথ্য প্রায় একই ধরনের। মুখ্য এন্ট্রিতে কোলেসানের পর বিশ্লেষণাত্মক টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়।

বিশ্লেষণাত্মক টীকা গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বগুলি লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকাশ করে। বিশেষ করে গ্রন্থের বিষয়, বিষয়ের পরিমিতি ও পর্যালোচনা, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, উদ্দিষ্ট পাঠকশ্রেণি, গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য, সমধর্মা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থের স্থান নির্ণয় প্রভৃতি বিশ্লেষণাত্মক তথ্য এই টীকায় থাকে। বিশ্লেষণাত্মক টীকার মধ্যে থাকা উচিত গ্রন্থকারের গুণাবলী, গ্রন্থটি রচনা করার যোগ্যতা, সুনির্দিষ্ট বিষয় ও তার পরিমিতি আলোচনার পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গে গ্রন্থটির সম্পর্ক নির্ণয়, গ্রন্থের পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ এবং সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন। সমধর্মা গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থের উৎকর্ষ বা তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া উচিত। এর ফলে পাঠক গ্রন্থের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

বিশ্লেষণাত্মক টীকা সাধারণত তিন প্রকারের হয়, তথ্যমূলক (informative), মূল্যায়নসূচক (evaluative) এবং সমালোচনামূলক (critical) । যে-কোনো গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক টীকা এই তিন শ্রেণির যে-কোনো একটি অথবা একাধিক শ্রেণির মিশ্রণ হতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারের শ্রেণি, গ্রন্থের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং পাঠকের

প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশ্লেষণাত্মক টীকা ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষণাত্মক টীকা যেসকল গ্রন্থের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হতে পারে, সেইসব গ্রন্থের মুখ্য এন্ট্রিতে নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি বিষয় অথবা একাধিক বিষয়ের উপর বিশ্লেষণাত্মক টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়।

১. গ্রন্থকার প্রসঙ্গ

আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে গ্রন্থকারের যোগ্যতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, পদমর্যাদা, বিষয়ের উপর অধিকার প্রভৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বভাবতই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্তা যদি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের হন, বিষয়ের উপর তাঁর অধিকার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

২. গ্রন্থ প্রসঙ্গ

আলোচ্য গ্রন্থের যথার্থ বিষয় বিশ্লেষণাত্মক টীকায় উল্লেখ করা আবশ্যিক। বিষয় অর্থে বিষয়ের পরিসীমা, বিভিন্ন দিক, উপস্থাপনা ও আলোচনার পদ্ধতি, মূল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়গুলির আলোচনার পদ্ধতি, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চিন্তাভাবনা ও মননের পর্যালোচনা।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থনামও লক্ষ্যণীয়। অনেক সময় গ্রন্থের যথার্থ বিষয়ের পরিচয় গ্রন্থনামে থাকে না। যেমন, 'অ্যান একর অব্ গ্রীন গ্রাস' কৃষিবিদ্যা বা গোখাদ্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়, আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ। পাঠকেরা যাতে বিভ্রান্ত না হন, সঠিক বিষয়টি এই টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৩. গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও পাঠকশ্রেণি

আলোচ্য গ্রন্থটি রচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি ছিল, টীকায় তার উল্লেখ প্রয়োজন। কোন্ শ্রেণির পাঠকের জন্য গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, বিষয়ের প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য অথবা গবেষণামূলক, বিষয়ের গভীর আলোচনা অথবা তুলনামূলক আলোচনা, পাঠকের গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৪. পাঠকের প্রসঙ্গ

গবেষণামূলক গ্রন্থ অথবা বিষয়ের উচ্চতর স্তর অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ পাঠের জন্য পাঠকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। যেমন, বর্তমানে উচ্চতর অর্থনীতির গ্রন্থপাঠ করতে হলে গণিত, পরিসংখ্যান ও সমাজবিজ্ঞান জানা প্রয়োজন। গ্রন্থের মান এবং উদ্দিষ্ট পাঠক সম্পর্কে টীকায় উল্লেখ থাকলে উপযুক্ত পাঠক গ্রন্থটি পাবেন।

৫. গ্রন্থের বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থ পরিপূরক বহিরঙ্গ তথ্যের জন্য অধিকতর মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হয়। সেই বহিরঙ্গ তথ্যই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং গ্রন্থের বিষয়কে পরিস্ফুট হতে সহায়তা করে। বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বহিরঙ্গ তথ্য গ্রন্থকে বিশিষ্ট করে তোলে। টীকায় উল্লিখিত হলে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থের মূল্যায়ন সম্ভব হয়। যেমন—পরিশিষ্ট (appendices), শব্দকোষ (glossary), শব্দার্থ (wordnotes), বিষয়সূচী (subject index), গ্রন্থনাম সূচী (title index), গ্রন্থকার সূচী (author index), স্থাননামসূচী (place name index), গ্রন্থপঞ্জি (bibliography), পঠনীয় গ্রন্থ তালিকা (reading list), টেবল (tables), পরিসংখ্যান টেবল (statistical tables), গ্রাফ (graph), বংশতালিকা (genealogical tables), মানচিত্র

(maps), রেখাচিত্র (sketches), আর্ট প্লেট (art plates), প্র-তাত্ত্বিক স্থান (archaeological sites), পুথির পাতার চিত্র (plates of folio of manuscripts), দুষ্প্রাপ্য বস্তুর চিত্র পরিচিতি (art plates of rare materials with legend), পর্যটক বা আবিষ্কারকের ভ্রমণ পথের রেখাচিত্র (sketches of itinarary of travellers and explorers), এবং মূল গ্রন্থের সহায়ক, পরিপূরক ও বিষয়কে পরিস্ফুটন করার জন্য প্রামাণিক তথ্য। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর লিখিত গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের বহিরঙ্গ তথ্য ব্যবহার করা হয়। এইসব উপাদানের জন্য গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থকারের ঐকান্তিকতা, যুক্তিনিষ্ঠতা, বক্তব্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তব যুক্তি, গ্রন্থের গুণগত মানের উৎকর্ষ প্রভৃতি এই ধরনের তথ্য ও উপাদানের দ্বারা প্রমাণিত হয়। পাঠকের পক্ষে নির্দিষ্ট গ্রন্থের উপযোগিতা নির্ণয়ে এই টীকা খুবই সহায়ক হয়।

৬. গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো বিষয়ের আলোচনায় যদি গ্রন্থকারের বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী থাকে অথবা তিনি যদি বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করেন, সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়টির আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয়ের আলোচনা নৈর্ব্যক্তিক হয় না। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি দেখা হয়। কোনো পাঠক গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত হোন বা না হোন, ক্যাটালগে গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যিক। যেমন, 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি লেখকের স্ব-আরোপিত দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত।

৭. সমধর্মী অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক

ক্যাটালগ এন্ট্রিতে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পর্ক, একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে সম্পর্ক, মূল গ্রন্থ ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে সম্পর্ক, মূল গ্রন্থ এবং অনূদিত গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক, একই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক, প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক টীকার মধ্যে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর ফলে সমশ্রেণির অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থের পাঠযোগ্যতা নির্ধারিত হতে পারে। বিশ্লেষণাত্মক টীকা পাঠককে একই শ্রেণির গ্রন্থের মধ্যে সঠিক গ্রন্থের সন্ধানে সহায়তা করতে পারে।

বিশ্লেষণাত্মক টীকা তথ্যমূলক (informative) এবং মূল্যায়নসূচক (elucidative) হতে পারে। গ্রন্থগারের শ্রেণি, পাঠকদের প্রয়োজন এবং গ্রন্থের বিষয় ও মান বিবেচনা করে গ্রন্থ অনুসারে বিশ্লেষণাত্মক টীকা লিপিবদ্ধ করা উচিত।

৬.৩.৩ বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতি (Descriptive Cataloguing)

ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রিতে লিপিবদ্ধ টীকা এবং বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য বিবরণাত্মক ক্যাটালগের প্রধান অংশ। এই দুই শ্রেণির বিস্তারিত তথ্যসমষ্টির সঙ্গে বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতির একটি পার্থক্য আছে। এই দুই ধরনের তথ্যসমষ্টির সঙ্গে বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতির একটি প্রাথমিক তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতি মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক থেকে শুরু করে মুখ্য এন্ট্রির শেষ শব্দ পর্যন্ত প্রতিটি তথ্যের বিস্তারিত এবং মূল্যায়নসূচক তথ্য লিপিবদ্ধ করে।

বিবরণাত্মক ক্যাটালগ পদ্ধতিতে মুখ্য এন্ট্রির প্রাথমিক তথ্যের প্রতিটি তথ্য আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে পারে। ফলে প্রাথমিক তথ্যের আকার বর্ধিত হতে পারে। কিন্তু টীকা যদি মুখ্য এন্ট্রির অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটি মুখ্য এন্ট্রির একটি বিশেষ অংশে থাকবে। প্রাথমিক তথ্যের আকারকে প্রভাবিত করবে না। বিবরণমূলক ক্যাটালগের প্রয়োজনের প্রথম টীকা, পরবর্তী স্তরে বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য এবং তার পরবর্তী এবং শেষ স্তরে

বিবরণাত্মক ক্যাটালগের (descriptive catalogue) সাম্প্রতিক কালে বহুল প্রচলিত শব্দ।

বিবরণাত্মক ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুত করা ক্যাটালগ-কারের পক্ষে একটি দুরূহ পরীক্ষা। তাঁকে বিষয় সচেতন, দায়িত্বশীল, য-বান, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী এবং সুশিক্ষিত হতে হবে। যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হলে বিবরণাত্মক ক্যাটালগ গ্রন্থাগার ক্যাটালগের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৬.৪ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। বিবরণাত্মক ক্যাটালগের উদ্দেশ্য কী ?

২। বিবরণাত্মক ক্যাটালগের তথ্য নির্দেশ সম্পর্কে লিখুন।

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. Kishan Kumar : Cataloguing, New Delhi, 1993.

২. Tripathi, S. M. : Modern Cataloguing theory and Practice, Agra, Agarwala, 1982.